সংবাদ।

তারিখ ২৮/১০/৮১

পৃষ্ঠা

105

আলমডাঙ্গা : স্থানীয় নাগদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের করুণ অবস্থা।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাচার ।। মেঘ দেখলেই ছুটির ঘণ্টা বাজে

পাটগ্রাম; ২৬শে অক্টোবর (সংবাদদাতা)।--রংপুর জেলার প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী এলাকা পাটগ্রাম; হাতীবান্ধা ও কালীগঞ্জের মোট ২১৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৭০টি বিদ্যালয়ই নানাবিধ সমস্যা-জর্জরিত। বিদ্যালয়সমূহে ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়ে অভিভাবকগণ নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

পাটগ্রামের ৬৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০টি বিদ্যালয়ের অবস্থা বড়ই করুণ। ৩টি বিদ্যালয়ের বাস্তবে কোন অস্তিত্বই নেই। অবশ্য শিক্ষা দফতরের কাগজে-কলমে এদের দেখা যায়। তিস্তা নদীর ভাঙ্গনে থানা হাতীবান্ধায় ৫৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০টিতে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ নেই। হাতীবান্ধার চরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কালীগঞ্জের ৯৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১০টিতে ক্লাস চালানোর উপযোগী অবস্থা রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ই গোয়ালঘরে পরিণত হয়েছে। বেসরকারীভাবে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা আরও করুণ।

অভিজ্ঞ মহলের অভিমত, এলাকার গোটা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই শিক্ষার নামে প্রহসন চলছে। স্কুলগুলো দিনের পর দিন শোচনীয় হয়ে পড়ছে। দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কারের অভাবে বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েরই ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। বর্ষার দিনে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ই বন্ধ থাকে। আর হঠাৎ আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এলে বিদ্যালয়ে বাজিয়ে দেয়া হয় 'ছুটির ঘটা'।

বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই দরজা-জানালা নেই, নেই বেড়া বা আসবাবপত্র। এলাকার বেশ কটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের খোলা আকাশের নীচে গাছের তলায় বসে ক্লাস করতে দেখা যায়।

আলমডাঙ্গা

আলমডাঙ্গা (কুষ্টিয়া) থেকে সংবাদদাতা জানান: আলমডাঙ্গা থানা এলাকার অতি পুরাতন নাগদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অবহেলার দরুন আজ ধ্বংসের পথে।

প্রকাশ, এই বিদ্যালয়টির দরজা, জানালা, লোহার বিম বরগা বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। সাধারণত: প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গরা প্রথমে রক্ষক সেজে পরে তা ভক্ষণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ছাদবিহীন এই বিদ্যালয়টির উন্নয়নকল্পে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাড়ে ১২ বাণ্ডিল ঢেউ টিন লাপাত্তা হয়েছে।

বিদ্যালয় নামে এ পাকা ভবনটি বর্তমানে গোয়ালঘরে পরিণত হয়েছে। বৃটিশ আমলে এর গোড়াপত্তন হলেও বর্তমানে এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। প্রায় সাড়ে ৩শ ছাত্র-ছাত্রী এখানে আর লেখাপড়া করতে আসে না। নাগদা গ্রামের কোন এক ব্যক্তির বৈঠকখানায় কোন প্রকারে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার প্রতিকার চেয়েও ফল পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে।